গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
www.ansarvdp.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০৪১.১৮.০০১.২০২৪.৭২০

তারিখঃ ২৪ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।
০৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় ঃ **সম্মানীভাতা ভিত্তিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী (স্বেচ্ছাসেবী) নিয়োগ ও অব্যাহতি নীতিমালা-২০২৪।**

বরাত ঃ ক। আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তর স্মারক নং-গসঅ/ব্য/১৮/৯২-৯৩/আভি-৬৭; তারিখঃ ২০-০৯-৯২ খ্রিঃ।
খ। আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তর স্মারক নং-অপাঃ/২৮৩১/আনস্; তারিখঃ ৩০-০৯-৯৮ খ্রিঃ।
গ। আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তর স্মারক নং-অপাঃ/৫৮৭(গ)/পার্ট-২/৪৯৮/আনস্; তারিখঃ ০৫-১২-২০০৭ খ্রিঃ।
ঘ। আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তর স্মারক নং-অপাঃ/৪৫; তারিখঃ ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ।
ঙ। আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তর স্মারক নং-অপাঃ/৫৬৯; তারিখঃ ৩১-১০-২০১৯ খ্রিঃ।

ভূমিকাঃ

১। সাধারণঃ

গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৭(১), ৭(২) এবং ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ১১ এর বিধানমতে প্রবিধান প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সম্মানীভাতা ভিত্তিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী নিয়োগ ও অপসারণের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন। বর্তমানে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কর্তব্য ও দায়িত্বের পরিধি বৃদ্ধি, পেশাগত দায়িত্ব পালনে উন্নতি ঘটানো ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। শিরোনাম ও কার্যকারিতাঃ

এ নীতিমালা গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সম্মানীভাতা ভিত্তিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী (স্বেচ্ছাসেবী) নিয়োগ ও অব্যাহতি নীতিমালা-২০২৪ নামে পরিচিত হবে এবং ইহা জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৩। উদ্দেশ্যঃ

গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন ১৯৯৫ এর আলোকে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রীদের নিয়োগ ও অব্যাহতি প্রদানের পদ্ধতির প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও নির্দেশাবলী প্রদানই এ নীতিমালার উদ্দেশ্য।

নিয়োগঃ

৪। তালিকাভুক্তিঃ

গ্রাম/শহর প্রতিরক্ষা দলের গ্রামভিত্তিক/টিডিপি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/প্লাটুনভুক্ত সকল সদস্যই তালিকাভুক্ত (Enlisted) সদস্য/সদস্যা বলে গণ্য হবেন। তবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি নিম্নের কোন শর্তভঙ্গ করেন তবে তাকে তালিকা হতে বাদ দেয়া হবেঃ

ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা বা বাংলাদেশে ডোমিসাইল না হন;
খ) বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করে থাকেন বা বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন;
গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়াত্ব অবসান হয়েছে মর্মে ঘোষণা না করা হয়;
ঘ) কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বিবেচিত হন;
ঙ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দুষ্কৃতিকারী হিসেবে চিহ্নিত হন বা সাজাপ্রাপ্ত হন;
চ) এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপে রত হন বা ছিলেন মর্মে কুখ্যাতি সৃষ্টি হয় বা থাকে;
ছ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন;
জ) কোন অপরাধে সরকারী চাকরি হতে বরখাস্ত হন;
ঝ) শৃংখলাজনিত কারণে সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে বা বহিষ্কার করা হয়েছে এমন কোন পিসি, এপিসি, আনসার বা ভিডিপি সদস্য।

৫। **<u>সম্মানীভাতা ভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদঃ</u>**

(ক) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা ও দলনেত্রীদের নিয়োগের মেয়াদকাল হবে ০৫ (পাঁচ) বছর। বিশেষ বিবেচনায় পূর্ববর্তী কর্তব্যকাল/দায়িত্বকাল সন্তোষজনক বিবেচিত হলে জেলা কমান্ড্যান্টের সুপারিশের ভিত্তিতে রেঞ্জ কমান্ডার পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য পুনরায় নিয়োগ দিতে পারবেন (০২ বারের অধিক নয়)। পরবর্তীতে পুনঃ নিয়োগের প্রয়োজন হলে সদর দপ্তর অপারেশন শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে তৃণমূলে নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনক্রমেই একজনকে ২৫ (পঁচিশ) বছরের বেশী সময় দলনেতা/দলনেত্রী হিসেবে রাখা হবে না। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী পদে দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৫৯ (উনষাট) বছর।

(খ) বর্তমানে নিয়োজিত সকল ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা ও দলনেত্রীগণ এ নীতিমালার আওতায় নিয়োজিত বলে বিবেচিত হবেন এবং এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫(ক) অনুযায়ী ৫৯ বছর বয়সকাল পর্যন্ত কর্মরত থাকবেন।

(গ) দলনেতা/দলনেত্রী হিসেবে ২৫ বছর নিয়োগকাল অথবা বয়স ৫৯ বছর পূর্তি, দু'টির মধ্যে যেটি আগে সংঘটিত হয় তার ভিত্তিতে নিয়োগ অবসান হবে।

৬। **<u>সম্মানীভাতা ভিত্তিক নিয়োগের ক্ষমতাঃ</u>**

গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন-১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৫নং আইন) এবং সরকারী আদেশ (জি.ও.) দ্বারা ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা ও দলনেত্রীর সম্মানীভিত্তিক পদ সৃজন করা আছে। উক্ত পদসমূহে সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ড্যান্টগণ এ নীতিমালার আলোকে নিয়োগ প্রদান করবেন।

৭। **<u>সম্মানীভাতা ভিত্তিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী পদে নিয়োগের যোগ্যতাঃ</u>**

ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী প্রার্থীর নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকতে হবেঃ

(ক) বয়স	ঃ	পুরুষ : ২০-৩৫ বৎসর; মহিলা : ২০-৩৫ বৎসর।
(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	ন্যূনতম এসএসসি পাস (মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে নবম শ্রেণীর "বোর্ড রেজিষ্ট্রেশন" পর্যন্ত শিথিলযোগ্য) ।
(গ) চিকিৎসা সনদ	ঃ	শারীরিক যোগ্যতার স্বপক্ষে চিকিৎসকের সনদপত্র।
(ঘ) উচ্চতা	ঃ	পুরুষ : ৫' - ৪" ; মহিলা : ৫' - ০" ।
ব্যাখ্যাঃ	(১)	অধিক উচ্চতা সম্পন্নপ্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন;
	(২)	উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে উচ্চতা ২" শিথিলযোগ্য।
(ঙ) বুকের মাপ	ঃ	পুরুষ : ৩০" - ৩২" ; মহিলা : ২৮" - ৩০" ;
(চ) প্রশিক্ষণ	ঃ	(ক) আনসার বাহিনীর ১০ দিন বা ততোধিক যেকোন ধরনের প্রশিক্ষণ, তবে এক্ষেত্রে মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রধিকার দেওয়া হবে। (খ) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী মৌলিক প্রশিক্ষণ।
(ছ) অভিজ্ঞতা	ঃ	গ্রাম দলনেতা/দলনেত্রী/সদস্য/সদস্যা বা টিডিপি সদস্য/সদস্যা হিসেবে ন্যূনতম ২ বছর সক্রিয়ভাবে কাজ করা।
(জ) অগ্রাধিকার	ঃ	(ক) মুক্তিযোদ্ধার/শহীদ পরিবারের সন্তান/দৌহিত্র/বংশধর; (খ) আনসার-ভিডিপি পরিবারের সদস্য-সদস্যা (কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যাটালিয়ন আনসার বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার স্বামী/স্ত্রী/সন্তান); (গ) দৃষ্টান্তমূলক সমাজসেবী; (ঘ) আনসার/পেশাভিত্তিক/যুগপৎ যুদ্ধ কৌশল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

৮। **নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটিঃ**

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) এর অন্তর্গত গ্রাম/মহল্লায় সক্রিয়ভাবে কর্মরত দলনেতা/দলনেত্রী/সদস্য/সদস্যাদের মধ্য হতে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করার জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি কাজ করবেঃ

ক।	জেলা কমান্ড্যান্ট (সংশ্লিষ্ট)	-	সভাপতি
খ।	সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট (সংশ্লিষ্ট)	-	সহ-সভাপতি
গ।	সার্কেল অ্যাডজুটান্ট (সংশ্লিষ্ট)/ইউএভিডিও (সদর)	-	সদস্য-সচিব
ঘ।	ইউএভিডিও/টিএভিডিও (সংশ্লিষ্ট)	-	সদস্য
ঙ।	ইউআই/টিআই (পুরুষ/মহিলা) সংশ্লিষ্ট	-	সদস্য

ব্যাখ্যাঃ (১) কোন জেলায় সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট কর্মরত না থাকলে কমিটির সে পদটি শূন্য থাকবে।

(২) কোন জেলায় সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট জেলা কমান্ড্যান্ট এর দায়িত্ব পালন করলে কমিটিতে সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট এর পদটি খালি থাকবে।

(৩) কোন জেলায় সার্কেল অ্যাডজুটান্ট জেলা কমান্ড্যান্ট এর দায়িত্ব পালন করলে উক্ত জেলার সদর উপজেলার আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হবেন।

(৪) এ কমিটির কোরাম ন্যূনতম তিন সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে।

৯। **নিয়োগ পদ্ধতিঃ**

এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৮-এ বর্ণিত কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে বর্ণিত ইউনিয়ন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ওয়ার্ড (যেখানে যেটি প্রযোজ্য) ভিডিপি দলনেতা/দলনেত্রীর শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত নোটিশের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত জনবল বাছাই করবে। বাছাইকৃত ব্যক্তিগণ রেঞ্জ কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীগণ শপথনামা পাঠ ও স্বাক্ষর করবেন। প্রশিক্ষণ শেষে রেঞ্জ কমান্ডার কর্তৃক নিয়োগযোগ্য জনবলের তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ তালিকা হতে সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ড্যান্ট তাঁর জেলার জন্য দলনেতা/দলনেত্রী নিয়োগের লক্ষ্যে তাদের পুলিশী প্রতিপাদন সংগ্রহ করবেন। সন্তোষজনক পুলিশী প্রতিপাদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) এর স্থায়ী বাসিন্দা তাকে সে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) এর শূন্যপদে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য রেঞ্জ কমান্ডারের অনুমোদনক্রমে জেলা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক নিয়োগ পত্র প্রদান করা হবে। নিয়োগপত্রের দপ্তর কপি, শপথনামা, পুলিশী প্রতিবেদন ও অন্যান্য সকল ব্যক্তিগত ডকুমেন্ট জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

১০। **নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ**

ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (যেখানে যেটি প্রযোজ্য) দলনেতা/দলনেত্রী হিসেবে নিয়োগের জন্য আগ্রহী প্রার্থীকে নিম্নোক্ত দলিল পত্রাদি বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবেঃ

(ক) ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/ ইউএভিডিও/টিএভিডিও কর্তৃক সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি - ৩ কপি।

(খ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়রম্যান/পৌরসভা মেয়র/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (যেখানে যেটি প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র।

(গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র।

(ঘ) প্রশিক্ষণ সনদপত্র।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউএভিডিও/টিএভিডিও কর্তৃক ২ বছর গ্রাম দলনেতা/দলনেত্রী হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করার প্রমাণপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(চ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত শপথনামা (পরিশিষ্ট-'ক')।

(ছ) জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডিকার্ড ও জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র।

(জ) রক্তের গ্রুপ।

(ঞ) শারীরিক যোগ্যতার স্বপক্ষে চিকিৎসকের সনদপত্র।

(ট) ব্যক্তিগত তথ্য ফরম (পূরণকৃত)।

অব্যাহতি, অপসারণ ও পদত্যাগঃ

১১। **অব্যাহতিঃ**

কোন ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী নিয়োগকৃত পদে যোগদানের পর ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত কর্মরত থাকবেন। যোগদানের তারিখ হতে পাঁচ বছর পূর্তির দিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার নিযুক্তি বাতিল হবে। মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্যই ৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদ পূর্তির ন্যূনতম ২ মাস পূর্বে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সন্তোষজনকভাবে দায়িত্ব পালন শেষে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। দলনেতা/দলনেত্রীকে পরিশিষ্ট- 'খ' তে বর্ণিত পত্রের অনুরূপে জেলা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।

১২। **শৃংখলাজনিত কারণে অপসারণঃ**

শৃংখলাভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অনুচ্ছেদ ১৬, ১৭, ১৮ -এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন দলনেতা/দলনেত্রীকে অপসারণ করা যাবে। শৃংখলাজনিত কারণে চাকরিচ্যুত হলে কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে না।

১৩। **পদত্যাগঃ**

কোন দলনেতা/দলনেত্রী জেলা কমান্ড্যান্ট বরাবরে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে ব্যক্তিগতভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে পারবেন। পদত্যাগপত্রে পদত্যাগের তারিখ উল্লেখ না থাকলে জেলা কমান্ড্যান্ট যে তারিখে পত্র পাবেন সে তারিখ হতে পদত্যাগ জেলা কমান্ড্যান্ট এর অনুমোদন স্বাপেক্ষে কার্যকর হবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হবে।

১৪। (ক) **পেশাগত কাজে অযোগ্য এবং শারীরিক/মানসিকভাবে অক্ষম হলে বা স্থায়ী আবাসস্থল (ঠিকানা) পরিবর্তন হলেঃ**

কোন দলনেতা/দলনেত্রী দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অযোগ্য বিবেচিত হলে কিংবা শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম বলে বিবেচিত হলে জেলা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে তাকে সসম্মানে অব্যাহতি দেয়া হবে। বৈবাহিক বা অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/ওয়ার্ডের বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেও জেলা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে সসম্মানে অব্যাহতি দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবর্তিত ঠিকানায় উক্ত পদ শূন্য হলে/থাকলে তিনি নিয়োজিত হতে পারবেন।

(খ) **স্থানীয় সরকার/জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণঃ**

কোন ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ থেকে ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত তার সদস্যপদ স্থগিত হবে এবং উক্ত সময়কালের জন্য কোনরূপ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না।

১৫। **মহাপরিচালক এর ক্ষমতাঃ**

মহাপরিচালক স্বীয় বিবেচনায় যে কোন দলনেতা/দলনেত্রীকে অপসারণ/অব্যাহতি দেয়ার আদেশ দিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ড্যান্ট মহাপরিচালকের নির্দেশ অনুসারে অপসারণ/অব্যাহতির আদেশ জারী করবেন। মহাপরিচালকের আদেশ প্রদানের তারিখ হতে এ অব্যাহতি আদেশ কার্যকর হবে। মহাপরিচালক এর আদেশ দ্বারা অপসারিত/অব্যাহতির ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের আদেশ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পুনঃ বহাল করা যাবে না।

অপরাধ, শাস্তি ও আপীল পদ্ধতিঃ

১৬। **অপরাধ ও শাস্তিঃ**

কোন দলনেতা/দলনেত্রীর বিরুদ্ধে পরিশিষ্ট -'গ' তে বর্ণিত এক বা একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত ও প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে উক্ত পরিশিষ্টে বর্ণিত শাস্তি আরোপ করা যাবে। শাস্তি আরোপ সকল ক্ষেত্রেই লিখিত আদেশ দ্বারা জারী করা হবে। সকল প্রকার শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে সদর দপ্তর অপারেশন শাখা, রেঞ্জ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা দপ্তরকে অবগতি কপি দিতে হবে। তবে কোন দলনেতা/দলনেত্রীকে অব্যাহতি, অপসারণ, বহিষ্কার বা সদস্যপদ বাতিল আদেশের ক্ষেত্রে সদর দপ্তর অপারেশন শাখা, আইএস সেল, রেঞ্জ দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-কে অবগতির কপি দিতে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ সুযোগ এবং আচরণগত/অভ্যাসগত ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ প্রদান না করে কোন দলনেতা/দলনেত্রীকে অব্যাহতি প্রদান/অপসারণ/বরখাস্ত সদস্যপত্র বাতিল করা যাবে না।

১৭। **শাস্তি প্রদান পদ্ধতিঃ**

কোন দলনেতা/দলনেত্রীর বিরুদ্ধে পরিশিষ্ট-'গ' -এ বর্ণিত এক বা একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত হলে জেলা কমান্ড্যান্ট নিজে অথবা জেলা দপ্তরের কোন কর্মকর্তাকে সভাপতি করে তদন্ত পর্ষদ গঠন করবেন। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত তদন্ত পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত হবেন না। অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা কমান্ড্যান্ট অভিযুক্তকে ৫/৭ দিনের সময় দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে কারণদর্শাও নোটিশ জারী করবেন। জবাব প্রাপ্তির পর সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হলে অব্যাহতি দিবেন। সন্তোষজনক না হলে পরিশিষ্ট-'গ' মোতাবেক উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। তবে কোন শাস্তি প্রদানের জন্য উর্ধ্বতন দপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন হলে তিনি শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ করে অনুমোদন চাইবেন। এক্ষেত্রে তিনি অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমের সকল কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করবেন। উর্ধ্বতন দপ্তর বিষয়টি বিবেচনা করে সুপারিশকৃত শাস্তি অনুমোদন করবেন অথবা অন্য কোন শাস্তি প্রদানের জন্য নির্দেশনা দিবেন। অনুমোদন বা নির্দেশনা প্রাপ্তির পর সে মোতাবেক শাস্তি আদেশ জারী করতে হবে।

১৮। **শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষঃ**

পরিশিষ্ট-'গ' মোতাবেক।

১৯। **শাস্তির প্রকার/ব্যাখ্যাঃ**

ক) সতর্ককরণ বলতে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌখিক/লিখিত জবানবন্দীর ভিত্তিতে লিখিতভাবে সতর্কীকরণকে বুঝাবে। এ আদেশের কপি অভিযুক্ত ব্যক্তির নথিতে রাখতে হবে।

খ) ভাতা কর্তন বলতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের ভাতা কর্তন বুঝাবে।

গ) পদাবনতি বলতে দলনেতা থেকে সহকারী দলনেতা এ পদাবনতি বুঝাবে।

ঘ) বহিষ্কার বলতে বর্তমান নিয়োগ বাতিল, প্রাথমিক সদস্য পদ খারিজ ও বাহিনী হতে প্রাপ্ত সকল প্রশিক্ষণ সনদপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) বহিষ্কৃত ব্যক্তি বাহিনীর অন্য কোন পদে নিয়োজিত হতে বা অন্য কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

২০। **আপীল পদ্ধতিঃ**

কোন শাস্তিপ্রাপ্ত সদস্য শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল করতে চাইলে তাকে শাস্তি প্রদানের ত্রিশ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপীল আবেদন জমা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনটি ০৭ (সাত) পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

২১। **আপীল কমিশনঃ**

ক) **জেলা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলঃ** জেলা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির আপীল আবেদন রেঞ্জ কমান্ডার শুনানী ও নিষ্পত্তি করবেন।

খ) **রেঞ্জ কমান্ডার কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলঃ** সদর দপ্তরে উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন) এর সভাপতিত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি আপীল কমিশন থাকবে। এ আপীল কমিশনের অন্য দু'জন সদস্য হবে আইন কর্মকর্তা/উপদেষ্টা ও উপ-পরিচালক (অপারেশন), সদস্য-সচিব। রেঞ্জ কমান্ডার কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল আবেদন এ কমিশন নিষ্পত্তি করবে।

গ) **বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে আপীলঃ** সদর দপ্তরে অতিরিক্ত মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি আপীল কমিশন থাকবে। এ আপীল কমিশনের অন্য দু'জন সদস্য হবেন উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন) এবং পরিচালক (অপারেশন), সদস্য-সচিব। বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল আবেদন এ কমিশন নিষ্পত্তি করবে।

২২। **আবেদনঃ**

আপীল সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন জানাতে পারবেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৩। **শাস্তির রেকর্ড সংরক্ষণঃ**

জেলা কমান্ড্যান্ট শাস্তিপ্রাপ্ত দলনেতা/দলনেত্রীদের রেকর্ড একটি রেজিষ্টারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবেন।

২৪। **সংরক্ষণ ও হেফাজতঃ**

ইতোপূর্বে জারীকৃত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা এতদ্বারা রদ করা হল।

২৫। **সংশোধন ও পরিমার্জনঃ**

এ নীতিমালা মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন এবং পরিবর্তন করা যাবে। বর্নিত নীতিমালার ক্রমিক (৭) এ উল্লিখিত সম্মানীভাতা ভিত্তিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সদর দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে এক বা একাধিক যোগ্যতা শিথিল করা যাবে।

উপসংহারঃ

২৬। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র ঐতিহ্য, ভাবমূর্তি ও সুনাম সমুন্নত রাখা এবং তৃণমূল পর্যায়ে আইন অনুযায়ী প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকল্পে এ নীতিমালা জারীর তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে এ নীতিমালা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৭। ইহা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারী করা হল।

০৮/০৭/২০২৪

মোঃ ফখরুল আলম, বিজিএম, পিএএমএস
বিএডি-১২০০৫৬
উপমহাপরিচালক (অপারেশনস্)
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০৪১.১৮.০০১.২০২৪.৭২০

তারিখঃ ২৪ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।
০৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপিঃ

১।	মহাপরিচালক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।	সদয় অবগতির জন্য।
২।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।	
৩।	উপমহাপরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস্/প্রশিক্ষণ) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।	
৪।	ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ও কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর।	
৫।	উপমহাপরিচালক(রেঞ্জ)/পরিচালক (রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত) (সকল) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	
৬।	অধিনায়ক, ...আনসার ব্যাটালিয়ন, ...	অবগতি ও কার্যক্রমের জন্য।
৭।	উপপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (সকল)	
৮।	জেলা কমান্ড্যান্ট, (সকল) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী...................।	
৯।	উপজেলা/থানা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা (সকল),.......................	
১০।	অফিস কপি/মাস্টার কপি।	

০৮/০৭/২০২৪

উপমহাপরিচালক (অপারেশনস্)

পরিশিষ্ট-'খ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা কমান্ড্যান্ট এর কার্যালয়
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
……………………

স্মারক নং-জেকআভি/ তারিখঃ……………………

প্রতি ঃ ……………………
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী
……………ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর)
………………………... জেলা।

বিষয় ঃ **প্রশংসনীয়ভাবে দায়িত্ব পালনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র।**

বরাত ঃ ………………………………
(নিয়োগ পত্রের স্মারক নং)

আপনি জনাব ………………….… পিতা-……........…………, মাতা-…………......…………… গ্রাম-…………….....……., ডাকঘর-……………………….., উপজেলা-………………………… জেলা-…………………….., গত ……………………….. তারিখ হতে……………………….. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী হিসেবে অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে গত ………………… তারিখে ……………... বছর পূর্তিতে আপনার উক্ত নিয়োগের কার্যকারিতা শেষ হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন দলনেতা/দলনেত্রী নিয়োগ করা হবে।

২। দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে আপনি বাহিনীর/উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আইনসঙ্গত আদেশ পালনে যে ভূমিকা রেখেছেন তা অনস্বীকার্যভাবে প্রশংসনীয়। আপনার অবদান বাহিনীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আপনার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভবিষ্যতে বাহিনীর সকল কর্মকান্ডে সম্ভব হলে আপনাকে সম্পৃক্ত করা হবে।

৩। আপনার কর্মস্পৃহা অতীতের ন্যায় অব্যাহত থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ইউনিয়ন দলনেতা/দলনেত্রী তাঁর দায়িত্ব পালনে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা পাবার আশা রাখছি।

৪। প্রশংসনীয়ভাবে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য বাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার সকল আইনানুগ প্রয়োজনে বাহিনী আপনার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে। আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করছি।

……………………
জেলা কমান্ড্যান্ট
……………………

পরিশিষ্ট-'গ'

সম্মানীভাতা ভিত্তিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী নিয়োগ ও অব্যাহতি নীতিমালা-২০২৪

ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ছক

আরোপযোগ্য শাস্তির মাত্রা এবং শাস্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ:-

ক্রঃ নং	অপরাধ	শাস্তি	অনুমোদনকারী
১।	বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী কাজ করা	অপসারণ/বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
২।	চাঁদাবাজি	অপসারণ/বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
৩।	ভুয়া পরিচয়পত্র বহন	বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
৪।	উৎকোচ প্রদান/গ্রহণ	অপসারণ/বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
৫।	চোরাচালান/অপহরণ	অপসারণ/বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
৬।	প্রাণনাশের হুমকি প্রদান	অপসারণ/বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
৭।	ধর্ষণজনিত অপরাধ	বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
৮।	অসামাজিক কার্যকলাপ	বহিষ্কার	উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
৯।	অসদাচরণ	সতর্কীকরণ, তিরস্কার, কঠোর তিরস্কার ও ১ দিনের ভাতা কর্তন বাদে যে কোন শাস্তি/ ১ মাসের বেতন কর্তন	রেঞ্জ কমান্ডার/বহিষ্কারের ক্ষেত্রে উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)/ জেলা কমান্ড্যান্ট
১০।	দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়া	সতর্কীকরণ, তিরস্কার, কঠোর তিরস্কার ও ১ দিনের ভাতা কর্তন বাদে যে কোন শাস্তি/ ১ মেয়াদের জন্য সাময়িক বহিস্কার	রেঞ্জ কমান্ডার/বহিষ্কারের ক্ষেত্রে উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)/ রেঞ্জ কমান্ডার
১১।	নিজেদের মালামাল চুরি করা	অপসারণ ও জরিমানা	রেঞ্জ কমান্ডার
১২।	ভুয়া সনদধারী	অপসারণ/সনদপত্র জব্দ	রেঞ্জ কমান্ডার
১৩।	নিজেদের মধ্যে মারামারি করা	অপসারণ	রেঞ্জ কমান্ডার
১৪।	গুরুতর দায়িত্ব অবহেলা	পদাবনতি	রেঞ্জ কমান্ডার
১৫।	কর্মস্থল হতে পলায়ন করা	অপসারণ	রেঞ্জ কমান্ডার
১৬।	ভীরুতা	অপসারণ	রেঞ্জ কমান্ডার
১৭।	মাসিক সভায় অনুপস্থিত (পর্যায়ক্রমিক ৩য় বার বা তদুর্ধ্ব বার)	অপসারণ/ ২ মাসের বেতন কর্তন	রেঞ্জ কমান্ডার
১৮।	তথ্য গোপন রেখে নিয়োগ নেয়া	অপসারণ	রেঞ্জ কমান্ডার
১৯।	নেশাগ্রস্থ হওয়া/মাদক ব্যবসা	অপসারণ	রেঞ্জ কমান্ডার
২০।	জুয়া খেলা	অপসারণ	রেঞ্জ কমান্ডার
২১।	স্বজনপ্রীতি/এলাকাপ্রীতি	১ বছরের জন্য জ্যেষ্ঠতা বাজেয়াপ্ত	জেলা কমান্ড্যান্ট
২২।	মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা/যৌন হয়রানী	১৫-১০ দিনের ভাতা কর্তন	জেলা কমান্ড্যান্ট
২৩।	দায়িত্ব অবহেলা	০৭ দিনের ভাতা কর্তন	জেলা কমান্ড্যান্ট
২৪।	দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ব্যতীত অন্যত্র অযাচিত হস্ত ক্ষেপ করা বা করার প্রচেষ্টা করা	০৫ দিনের ভাতা কর্তন	জেলা কমান্ড্যান্ট
২৫।	মাসিক সভায় অনুপস্থিত (পর্যায়ক্রমিক ২য় বার)	০৫ দিনের ভাতা কর্তন/ ১ মাসের বেতন কর্তন	জেলা কমান্ড্যান্ট
২৬।	মাসিক সভায় অনুপস্থিত (১ম বার)	০১ দিনের ভাতা কর্তন	জেলা কমান্ড্যান্ট
২৭।	আদেশ অমান্য করা	কঠোর তিরস্কার	জেলা কমান্ড্যান্ট
২৮।	হুমকি প্রদান হুমকি প্রদান	তিরস্কার বহিষ্কার	জেলা কমান্ড্যান্ট রেঞ্জ কমান্ডার
২৯।	ডিউটিরত অবস্থায় ধুমপান করা/পান খাওয়া	সতর্কীকরণ	জেলা কমান্ড্যান্ট
৩০।	বিবিধ/জেলা কমান্ড্যান্ট/কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় যে কোন অপরাধ	সতর্কীকরণ	জেলা কমান্ড্যান্ট
৩১।	ট্রেনিং এ সদস্য প্রেরণে ব্যর্থতায়	১ মাস/ ১৫ দিনের বেতন কর্তন	জেলা কমান্ড্যান্ট
৩২।	মাসিক সভায় অনুপস্থিত (পর্যায় ক্রমিক ৪র্থ বার)	১ মাসের বেতন কর্তন ও ভাতা স্থগিত	জেলা কমান্ড্যান্ট

০৮/০৭/২০২৪

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)

পরিশিষ্ট-'ক'

<u>সম্মানীভাতা ভিত্তিক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (পৌর) দলনেতা/দলনেত্রী নিয়োগ ও অব্যাহতি নীতিমালা-২০২৪</u>

শপথনামা

আমি......................., পিতা/স্বামী-....................., গ্রাম/মহল্লা-....................., ডাকঘর-.................., উপজেলা-.................., জেলা-................, আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই মর্মে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমি ধর্মীয় অনুশাসন বিশ্বস্ততার সহিত মান্য করিব এবং সমাজ ও দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিব। আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে মানিতে বাধ্য থাকিব আমি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকিব এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে নিজের জীবন উৎসর্গ করিব।

স্বাক্ষর:

আমার সম্মুখে অদ্য..........................খ্রিঃ তারিখে শপথ গৃহীত হইল।